# সোনামণি প্রতিভা

৩৩তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০১৯

- খেয়ানত
- মরণ যাত্রা
- সোনামণির স্বপ্ন
- দৈনন্দিন বিজ্ঞান
- সততার পুরস্কার
- সূরা ফাতিহার মাহাত্ম্য
- কেমন হবে শিশুর খাবার
- ইসলামে পোশাকের বিধান
- রাগ মানব জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৩৩তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

# সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

**সার্বিক যোগাযোগ**
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

**মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র**

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

## সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ
♦ ইসলামে পোশাকের বিধান ০৬
♦ রাগ মানব জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন ১০
♦ সোনামণির স্বপ্ন ১৫
■ হাদীছের গল্প ১৭
■ এসো দো'আ শিখি ১৮
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২০
■ কবিতাগুচ্ছ ২২
■ একটুখানি হাসি ২৩
■ আমার দেশ ২৪
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৬
■ রহস্যময় পৃথিবী ২৭
■ সাহিত্যাঙ্গন ৩০
■ দেশ পরিচিতি ৩১
■ যেলা পরিচিতি ৩১
■ সংগঠন পরিক্রমা ৩২
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৬
■ ভাষা শিক্ষা ৩৯
■ কুইজ ৩৯

# সম্পাদকীয়

## কুরআন শিক্ষা

পবিত্র কুরআন মানব জাতির হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এটি ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস। মানুষ এ কিতাব অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করলে ইহকালে পাবে শান্তি ও পরকালে পাবে মুক্তি। কিন্তু এ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণে জীবন যাপন করলে, সে ইহকালে লাঞ্ছিত ও পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। মানব জাতির চিরন্তন পথ প্রদর্শক হিসাবে এ মহাগ্রন্থ আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পুরো জীবনই ছিল কুরআনের বাস্তব চিত্র। তাইতো একদা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন' *(আহমাদ হা/২৫৩৪১)*। অর্থাৎ তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। হাদীছের পাতায় পাতায় যার দৃষ্টান্ত সমূহ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কুরআন ও হাদীছ তাই মুসলিম জীবনের চলার পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা। সেকারণে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথে জীবন গঠনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন কুরআন শিক্ষা ও তার বিশুদ্ধ তেলাওয়াত। কুরআনের জ্ঞান অর্জনকারী আলেমই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*।

কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী উভয়ের মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর সকল মানুষের উর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়' *(বুখারী হা/৫০২৭)*।

কুরআনের প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সরাসরি আল্লাহ্র কালাম যা তাঁর নিকট থেকে এসেছে। তাই ঈমানের সাথে এর প্রতিটি বর্ণ পাঠে রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি ও ১০টি করে নেকী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করল সে একটি নেকী পেল। আর প্রত্যেক নেকীর ছওয়াব হল তার দশগুণ। আমি বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ ও মীম একটি হরফ' *(তিরমিযী হা/২৯১০)*।

অতএব ছওয়াবের নিয়তে আলিফ লাম মীম পাঠ করলে সে ৩×১০ = ৩০টি নেকী পাবে।

ইখলাছের সাথে কুরআন তেলাওয়াত, এর হিফয ও তদনুযায়ী আমলকারীদের মর্যাদা অতুলনীয়। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনের একটি শব্দ ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়নি। বরং যে অবস্থায় নাযিল হয়েছিল সে অবস্থায় অপরিবর্তিত রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেননা কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

মহান আল্লাহ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদীছের হেফাযত করেছেন হাফেযগণের স্মৃতির মাধ্যমে। তাই হাফেযগণের দায়িত্ব ও মর্যাদা দু'টিই সর্বাধিক *(আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ, পৃ. ৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তার হাফেয হয় এবং সে অনুযায়ী আমল করে সে (ক্বিয়ামতের দিন) সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও (ভুলে যাওয়া থেকে) হেফাযত করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে' *(বুখারী হা/৪৯৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'কুরআনের হাফেযকে ক্বিয়ামতের দিন বলা হবে, তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তারতীলের সাথে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর হল তোমার পঠিত সর্বশেষ আয়াতের নিকটে' *(তিরমিযী হা/২৯১৪)*। ছহীহাহ

হাফেযগণের উচ্চ মর্যদার সাথে সাথে তাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকগণের জন্যও রয়েছে ঈর্ষণীয় উচ্চ মর্যাদা যারা তাদের সন্তানদের কুরআনের হেফাযত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হাফেয করান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযের মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে এবং বলা হবে যাও চিরস্থায়ী অনুগ্রহরাজির মধ্যে। অতঃপর তার পিতা-মাতাকে সর্বোত্তম দু'জোড়া পোশাক পারানো হবে যা তারা দুনিয়াতে পায়নি...*(ছহীহাহ হা/২৮২৯)*।

অতএব সোনামণি! তোমরা দুনিয়াতে সঠিক পথে চলতে ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শিক্ষা কর এবং কুরআন হিফয করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

# কুরআনের আলো

## খেয়ানত

١. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

**১.** 'আর যারা নিজেদের মধ্যে খেয়ানত করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী পাপীকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/১০৭)*।

٢. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

**২.** 'কোন নবীর কাজ নয় খেয়ানত করা। যে ব্যক্তি যা খেয়ানত করে, তা নিয়ে সে ক্বিয়ামতের দিন হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তারা কেউ অত্যাচারিত হবে না' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*।

٣. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

**৩.** 'আর যদি তুমি নিশ্চিতভাবে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে খেয়ানতের আশংকা কর, তবে তাদের প্রতিও তুমি অনুরূপ নিক্ষেপ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ খেয়ানতকারীদের ভালবাসেন না' *(আনফাল ৩/৫৮)*।

٤. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**৪.** 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৩/২৭)*।

٥. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

**৫.** 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বাদী হয়ো না' *(নিসা ৪/১০৫)*।

٦. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

**৬.** 'অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদের উপর লা'নত করি এবং তাদের অন্তরগুলোকে আমরা শক্ত করে দিই। তারা (তাওরাতের) শব্দসমূহকে স্ব স্ব স্থান থেকে বিচ্যুত করে এবং তাদেরকে যেসব বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো তারা বিস্মৃত হয়। আর তুমি সর্বদা তাদের খেয়ানত সম্পর্কে জানতে পারবে তাদের অল্প কিছু লোক ব্যতীত। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর ও ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন' (মায়েদাহ ৫/১৩)।

# হাদীছের আলো

## খেয়ানত

١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

**১.** আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি আচরণ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। (১) আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (৩) যখন কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বাজে কথা বলে' *(বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৬)*।

٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

**২.** আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব কমই খুৎবা দিতেন যেখানে তিনি এ কথাগুলো বলতেন না যে, 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীনদারী নেই যার ওয়াদার ঠিক নেই' *(আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫)*।

٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

**৩.** আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময় মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার সাথে খেয়ানত করে তার খেয়ানত কর না' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩৫; মিশকাত হা/২৯৩৪)*।

٤. عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ قيس قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ

**৪.** খাওলাহ বিনতে কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই পার্থিব সম্পদ শ্যামল ও সুমিষ্ট (অর্থাৎ আকর্ষণীয়) তবে যে ব্যক্তি ন্যায়ভাবে প্রাপ্ত হয় তাতে তার বরকত হয়। আবার বহু লোক এমন আছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদ (অর্থাৎ গনীমতের মালে) যথেচ্ছা তসরূপ করে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কিছুই নেই' *(তিরমিযী হা/২৩৭৪; মিশকাত হা/৪০১৭)*।

## প্রবন্ধ

# ইসলামে পোশাকের বিধান

*রবীউল ইসলাম*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

*(বাকী অংশ)*

**রেশম মহিলাদের জন্য বৈধ :**

রেশমের বস্ত্র পরিধান করা মহিলাদের জন্য হালাল। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি রেশমের পোশাক উপহার দেয়া হল। পরে তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেটি পরলাম। এতে তার চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, 'ওটা তোমার নিকট এ জন্য পাঠাইনি যে, তুমি পরবে। বরং এটা তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি ওটা টুকরো করে ওড়না বানিয়ে মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করবে' *(মুসলিম হা/২০৬৮)*। অন্যত্র বলেন, 'আমার উম্মতের পুরুষের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে। আর মহিলাদের জন্য এগুলো হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী হা/২৭৯)*। এ থেকে বুঝা যায়, রেশম মহিলাদের জন্য বৈধ।

**৮. পুরুষ নারীর বা নারী পুরুষের পোশাক না পরা :** সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের গঠন আকৃতি আলাদা। তাই নারী-পুরুষের পোশাকের ভিন্নতা রয়েছে। ভিন্ন পোশাকের মধ্য দিয়েই কে নারী আর কে পুরুষ তা সহজে চেনা যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাবে তার জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رسول اللهِ صلى الله عليه و سلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন, যে মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৯৪; মিশকাত হা/৪৪৬৯)*। অন্যত্র ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই সব মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের উপর অভিশাপ যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে' *(বুখারী হা/৫৮৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَرُجُلَةُ النِّسَاءِ 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ২. বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী ৩. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী' *(নাসাঈ হা/২৫৬২; তারগীব হা/২৯৬৫)*। নারী-পুরুষ পরস্পরের বেশ ধারণ করা হচ্ছে অন্যায়-অপকর্ম, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার বাস্তবরূপ। আর এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নূর ২৪/১৯)*।

**৯. গাঢ় হলুদ পোশাক বর্জন করা :** গাঢ় হলুদ পোশাক পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রেশম, হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে ও সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূর মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম হা/২০৭৮)*।

**১০. খ্যাতি বা প্রসিদ্ধির জন্য পোশাক না পরা :** যে পোশাক অন্যান্য মানুষের চেয়ে খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য পরা হয় তা হারাম। আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতির পোশাক পরবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬)*।

**১১. শর্টকামিজ ও অশালীন স্কুল ড্রেস :** এগুলো অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় অনুকরণের অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইসলামী শরী'আত মেয়েদের সৌন্দর্য যথাসম্ভব ঢেকে থাকে এমন পোশাকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বিজাতীয় নীতি ও সংস্কৃতি এর উল্টো। তারা চায় এমন পোশাক, যার দ্বারা নারীর সৌন্দর্য আরো প্রকাশ পায়। তাই কামিজ থেকে শর্টকামিজ এবং যতই দিন যাচ্ছে তা আরো ছোট ও আঁটশাট হচ্ছে। স্কুল ড্রেস হিসাবে বিদেশী পোশাকের অনুকরণ করা হচ্ছে। এ ধরণের পোশাকগুলো ইজ্জত ঢাকার পরিবর্তে নারীদেরকে নির্লজ্জ হতে সহযোগিতা করছে। আর্মি, বিজিবি, পুলিশ, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্য নারী-পুরুষকে হাফ-প্যান্ট পরতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ এ ধরনের শর্ট ও পাতলা পোশাক পরিহিত নারীদের ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী। ১. ঐ সকল নারী, যারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকে...তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না' *(মুসলিম হা/২১২৮)*।

**১২. ধুতি পরিধান না করা :** বর্তমানে মেয়েদের ধুতি থ্রি-পিস বের হয়েছে। ছেলেদের জন্য বের হয়েছে ধুতি পাঞ্জাবি সেট। নিচের অংশ একেবারে ধুতির লেংটির আদলে সেলাই করা। হঠাৎ দেখলে হিন্দু বলে ভ্রম হতে পারে, আসলে তারা হিন্দু নয়, আমাদেরই মুসলিম ভাই-বোন!

এই অবস্থাটা কতখানি দৈন্যের প্রমাণ বহন করে? এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে হতে পারে তা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত।

**১৩. প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক না পরা :** ইসলামে ছবি-মূর্তি সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। অথচ ছবি ছাড়া যেন পোশাকই হয় না। ক্রিকেটার থেকে শুরু করে নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকাদের ছবি দিয়ে তৈরী পোশাক। অনেক সচেতন

মানুষও এসব পোশাক কিনে ছেলে-মেয়েদের পরান। যার ফলে মূর্খ মানুষগুলো এদেরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে আর বলে, অমুক আলেমের ছেলেকে পরতে দেখেছি যদি নাজায়েয হয় তাহলে তারা পরবে? অথচ আয়েশা (রাঃ) একবার একটি গদি বা আসন খরিদ করলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি গুনাহ করেছি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার জন্য ও বালিশ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমি ওটি খরিদ করেছি। তখন তিনি বললেন, إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ 'এই সমস্ত ছবি যারা তৈরী করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে ও তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বললেন, যে গৃহে (প্রাণীর) ছবিসমূহ থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী হা/৫৯৬১)*।

**নিষিদ্ধ পোশাক সমূহ :**

১. পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ অলংকার।

২. পুরুষের জন্য মহিলার পোশাক।

৩. মহিলার জন্য পুরুষের পোশাক।

৪. খ্যাতি ও অহংকারী পোশাক।

৫. অমুসলিমদের বিশেষ প্রতীকী পোশাক।

৬. আঁটসাট পোশাক।

৭. পুরুষের জন্য গাঢ় হলুদ পোশাক।

৮. বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্টকারী পোশাক।

৯. পুরুষের জন্য টাখনুর নিচের পোশাক।

১০. প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক।

**পোশাক পরিধানের কতিপয় আদব :**

ইসলামে পোশাক পরিধানের কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনকে তা মেনে চলা উচিত। এতে একদিকে যেমন সুন্নাত পালন হবে, অপরদিকে পোশাক পরিধানের জন্য ছওয়াবের অধিকারী হবে। এসব আদবের কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হল।

**১. ডান দিকে থেকে পরিধান করা ও বাম দিক থেকে খোলা :** সকল ভাল ও কল্যাণময় কাজের মত পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করা ইসলামী আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক-পরিচ্ছদ ডান দিক থেকে পরিধান করা এবং বাম দিক থেকে খোলা উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পরা, চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে পসন্দ করতেন' *(বুখারী হা/১৬৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন

জামা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন' *(তিরমিযী হা/১৭৬৬; মিশকাত হা/৪৩৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ 'তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে এবং যখন ওযূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৪০১)*।

**২. পোশাক পরিধানের দো'আ :** ইসলামী জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিক সকল কর্মে হৃদয়কে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত রাখা ও তাঁর কাছে কল্যাণ, দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা। পোশাক পরিধানের সময়েও দো'আ পড়তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নতুন পোশাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন, জামা বা পাগড়ি যাই হোক। অতঃপর বলতেন, اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ 'হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আমাকে এই পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে' *আবুদাঊদ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/৪৩৪২)*। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দো'আও বর্ণিত হয়েছে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ 'সেই আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিনা শ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং রূযী দান করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪১৪৯)*। কাউকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে দো'আ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের রীতি বা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে একটি সাদা জামা (বড় পিরহান) পরিহিত অবস্থায় দেখে তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার কাপড়টি কি ধোয়া না নতুন? তিনি উত্তরে বললেন, নতুন নয়; বরং ধোয়া কাপড়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নতুন পোশাক পর, প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর এবং আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে এবং আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ প্রদান করুন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৮)*।

**উপসংহার :**

একজন প্রকৃত মুমিনের উচিত ইসলামের প্রতিটি বিধানকে যথাযথভাবে পালন করা। ইসলামে যে সমস্ত বিধান রয়েছে পোশাক তার একটি। সুতরাং আমরা মহান আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী পোশাক পরিধান করি এবং ইহূদী-খ্রিস্টানদের নষ্ট ফ্যাশন পরিত্যাগ করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

# রাগ মানব জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন

*মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
*সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।*

**ভূমিকা :**

রাগ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদজনক একটি শব্দ। ক্ষেত্র বিশেষে স্বাভাবিক রাগের কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ইসলামে অতিরিক্ত রাগ হারাম বা নিষিদ্ধ। রাগে কোন লাভ নেই, ভালবাসা নেই, উপকার নেই, আছে শুধু ক্ষতি। শারীরিক, মানসিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আত্মীক বিরাট ক্ষতি রয়েছে রাগে। রাগ করার প্রবণতা সবারই আছে। তবে কারও কম আর কারও কিছুটা বেশী। অনেকে এমনিতে রেগে যায়। আবার অনেকে এমনও আছেন যারা সহজে রাগেন না। রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যার আছে সে অবশ্যই বুদ্ধিমান। ইসলামের ভাল কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য রাগকে ২৪ ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণে রাখা আমাদের জন্য অবধারিত। বিশেষ করে মধ্যম ও বয়স্ক লোকেরা এ ধরনের সমস্যার শিকার বেশী হন। তাই কখনও তাদেরকে রাগানো উচিৎ নয়। রাগকে নিযন্ত্রণে রাখতে না পারলে মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে। যাকে ব্রেইন স্টোক বলে। যার পরিণাম পঙ্গুত্ব অথবা মৃত্যু। মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা অবদমিত রাগ আমাদের ভাল ও সুস্থ থাকার পেছনে সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক বন্ধন ছাড়া মানুষ একা বাস করতে পারেনা। মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য ও সু-সম্পর্ক নষ্ট করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার দু'টি-

১. রাগ

২. মন্দ কথা বা ভাষা।

মানুষের সারা জীবনের তিলে তিলে গড়ে উঠা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, পারিবারিক সু-সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন, রাগ ও মন্দ কথার কারণে এক মুহূর্তের মধ্যে ভূমিকম্পের মত মহাসাগরের অতল তলে তলিয়ে যায়। যার পরিণাম শুধু আফসোস আর অনুভূতি, যা সারা জীবন কষ্টের মাধ্যমে বয়ে বেড়াতে হয়। যার মাসুল এ জীবনে আর পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

রাগের কারণে মানুষ মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এই সুন্দর ভুবনে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ও ধৈর্য শক্তিকে হারিয়ে ফেলে। তার মনে সর্বদা অশান্তি ও বাজে চিন্তা বিরাজ করে। শরীরে বিভিন্ন অসুখ লেগেই থাকে। অন্য মানুষের ভাল কিছু দেখলেই তার চক্ষুশূল হয়। তার মনের সকল ঈমানী শক্তি ও ভাল কাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। অতিরিক্ত রাগের কারণে একদিন সে সমাজচ্যুত হয়ে অমানুষে পরিণত হয়। তাই চট করে রেগে যাওয়া ভাল মানুষের স্বভাব নয়।

এসো বন্ধু এসো সোনামণি করি!
জীবনের শত্রু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করি!

**রাগ কী?**

রাগ হচ্ছে অতি সহজ ও স্বাভাবিক হাসি-কান্নার মত একটি সত্য আবেগ। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে রাগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রাগের বেশ কিছু বাংলা প্রতিশব্দ আছে। যেমন : ক্রোধ, আক্রোশ, রোষ ইত্যাদি। রাগকে ইংরেজীতে Anger (এ্যাংগার) বলে। রাগ একটি সীমা পর্যন্তই আমাদের জন্য উপকারী। যেমন কোন কাজ করতে উদ্যমী হওয়ার জন্য রাগ করা। না বলতে পারা কথাগুলো বলে ফেলা। কিন্তু রাগের সীমা পেরোলেই এর থেকে খারাপ ইমোশন ছাড়া আর অন্য কিছু নেই। কারণ মাত্রাতিক্তি রাগ আমাদের প্রেসার বাড়িয়ে দেয়, সম্পর্ক নষ্ট করে এবং জীবনে আরও বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রাগ যদি ভুল সময়ে ভুল জায়গায় চলে আসে, তাহলে ক্ষতির আর সীমা থাকেনা। একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটা শুধু হার-জিতের নয়।

রাগের আরও একটি ইংরেজী প্রতিশব্দ আচ্ছে Tension, এই টেনশনের অর্থ চাঁপা উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, পীড়ন বা মানবিক ক্ষোভ প্রকাশ করা ইত্যাদি। মানুষ জন্মের পর থেকে রাগ বা টেনশনের হাজতে বন্দী থাকে। এই টেনশন এতই বিষাক্ত যে, মানুষের শরীর ও মনকে ঘুণ পোকার মত কাটতে থাকে। ফলে শরীর ও মন তার আসল শক্তিকে হারিয়ে ক্রমশঃ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যায়। অতিরিক্ত রাগ বা টেনশন মানুষকে যেদী করে তোলে। আর যেদ মানুষকে হিংসা, গর্ব ও অহংকারে ডুবিয়ে দেয়।

জনৈক কবি বলেন, 'রাগ, হিংসা, লোভ, গর্ব আর অহংকার এই পাঁচটি হল জীবন ধ্বংসের হাতিয়ার'। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও সাবলীলভাবে অতিবাহিত করার জন্য উপরের ৫টি বিষয়ে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাহলে জীবনটা হবে সাজানো, পরিপাটি ও সুন্দর।

মহান আল্লাহ্র সন্তুটি অর্জনের জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযম ঈমানদার মুসলিমদের অন্যতম গুণ। এই আত্মসংযম আমাদেরকে নানা রকম শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করা, রাগ কমানো এবং রাগ পরিবর্তন করে ভাল কিছু করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কারো প্রতি রাগ করে থাকতেন না :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কারে প্রতি রাগ করে থাকতেন না বা রাগের বসে কাউকে গালি দিতেন না। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করতে

হলে শুধু এতটুকু বলতেন, তার কী হয়েছে। তার কপাল ধুলায় ধুসরিত হোক *(বুখারী হা/৬০৩১; মিশকাত হা/৫৮১১)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এখনি তোমাদের মাঝে জান্নাতী ব্যক্তির আগমন ঘটবে। এক ব্যক্তির আগমন ঘটছিল যার দাড়ি দিয়ে পানি টপকাচ্ছিল এবং বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। ২য় ও ৩য় দিন সে ব্যক্তি এভাবে আগমন করল। ৩য় রাতে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ঐ ছাহাবীর বাড়ীতে থাকলেন। রাতে আব্দুল্লাহ তাকে তাহাজ্জুদ ছালাত পড়তে দেখলেন না। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঐ ছাহাবীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি কারও প্রতি বিদ্বেষ বা রাগ রাখি না এবং কারও কল্যাণে হিংসা করিনা *(হাকেম হা/৪৩৮০)*।

**রাগ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উপদেশ :** আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি রাগ করো না। সে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কয়েক বার উপদেশ চাইলে তিনি প্রত্যেকবারই একই কথা বললেন, তুমি রাগ করো না' *(বুখারী হা/৫৬৮৪; মিশকাত হা/৫১০৪)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে কখনো উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করেননি। আর তিনি কখনো বলেননি তুমি কেন এটা করেছ। কিংবা এটা কেন করনি' *(বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১)*।

**রাগ দমনের উপায় :**

**(ক) দো'আ পাঠ করা :** একদিন দু'জন লোক মহানবী (ছাঃ)-এর সামনে পরস্পরকে গাল-মন্দ করতে লাগল, তন্মধ্যে একজন তার সাথীকে খুব রাগস্বরে গাল-মন্দ করছিল। এতে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি এমন একটি কালাম (বাক্য) জানি, যদি সে তা পাঠ করে তাহলে তার রাগ চলে যাবে। বাক্যটি হল- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *[আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম]* 'আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। তখন ছাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, নবী করীম (ছাঃ) কি বলেছেন, তুমি কি শুনছ না? লোকটি বলল, নিশ্চয়ই আমি পাগল নই' *(বুখারী হা/৬১১৫; মিশকাত হা/২৩১৮)*।

**(খ) বসে যাওয়া :** রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয় তাহলে সে যেন পার্শ্বে ঠেস দেয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৭৬৪)*। উল্লেখ যে, রাগ নিবারণের জন্য ওযূ করা সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮২)*।

**অতিরিক্ত রাগ ক্ষতি বয়ে আনে :**

অতিরিক্ত রাগ মানব জীবনে ক্ষতি ডেকে আনে। আবার কখনো তা জাহান্নামের কারণও হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির (বিধানের) অনুসারী হয়েছে, সে কি ঐ

ব্যক্তির মত হতে পারে, যে তার ক্রোধ অর্জন করেছে? তার ঠিকানা হল জাহান্নাম আর তা কতই না মন্দ ঠিকানা!' *(আলে ইমরান ৩/১৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে নিষ্ঠুর সেই ব্যক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে ও ছেড়ে যায় তার ফাহেশা কথার ভয়ে' *(বুখারী হা/৬০৫৪; মুসলিম হা২৫৯১; মিশকাত হা/৪৮২৯)*। বদরী ছাহাবী আবু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি নিজ গোলামকে বেত দিয়ে প্রহার করছিলাম। এমন সময় পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, মনে রেখ হে আবু মাসঊদ! কিন্তু আমি রাগের কারণে আওয়াজটি কার উপলব্ধি করতে পারিনি। অতঃপর আমার নিকটে আসলে দেখলাম ইনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, মনে রেখ হে আবু মাসঊদ! তুমি এ গোলামের উপর যতটা কর্তৃত্বশীল তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্বের অধিকারী তোমার উপর আল্লাহ। আমি বললাম, আগামীতে আমি আর কখনও কোন গোলামকে প্রহার করব না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই গোলামকে এ মুহূর্তে মুক্ত করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে শুন তুমি যদি এ কাজটি না করতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে পাকড়াও করে ফেলত। কিংবা বললেন, জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঘিরে ফেলত' *(মুসলিম হা/১৬৫৯; আবুদাঊদ হা/৫৫৯; তিরমিযী হা/১৯৪৮)*। সুতরাং রাগের বশবর্তী হয়ে কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার না করে ক্ষমা করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছাদাকা সম্পদকে হ্রাস করেনা (বরং বৃদ্ধি করে), ক্ষমার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বনকারীর মর্যাদা তিনিই বৃদ্ধি করে দেন' (মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯)।

**রাগ নিয়ন্ত্রণকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন :**

রাগ মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত রাগ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য রাগকে দমন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা ও মানুষকে ক্ষমা করা। রাগ মানব চরিত্রের এক দুর্বল দিক। ইসলামে রাগ প্রসঙ্গে রয়েছে কার্যকর দিক-নির্দেশনা। রাগকে দমনের সক্ষমতাই তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতার পরিচয়। অন্যের ভুল ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ

وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 'আর যারা কবীরা গোনাহ সমূহ ও নির্লজ্জ কর্মসমূহ হ'তে বিরত থাকে এবং যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে' *(শূরা ৪২/৩৭)*। শয়তান মানুষকে ক্রোধের বশবর্তী করে বিচ্যুতির ফাঁদে ফেলে বিপদগামীদের নিকট নিয়ে যায়। রাগ মানব জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু। মানুষ যখন রাগান্বিত হয় তখন তার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে কাজ করতে পারে না। ফলে তার জ্ঞান লোপ পায় এবং যে কোন অপকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। রাগ থেকে হয় হতাশা। আল্লাহ হতাশা বা নিরাশা হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। মুমিন কখনও হতাশায় ভোগে না। অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও অতিরিক্ত রাগে সে অন্যের ক্ষতি করে না। বরং অল্পে তুষ্ট থাকে। রাগের সময় মানুষ যা খুশী তাই করতে পারে। অন্যায় যিদ তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।

**রাগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জান্নাত লাভ :**

রাগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জান্নাতে যাবে তারা যারা দুনিয়াতে উদ্ধত বা রাগান্বিত হয় না এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না' *(ক্বাছাছ ২৪/৮৩)*। আবু দ্দারদা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তুমি রাগান্বিত হবে না। তাহলে তুমি জান্নাতে যাবে' *(ত্বাবারাণী হা/২৩৫৩)*। পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ বা রাগ দমন করে ক্ষমা করে দেয় ক্বিয়ামতে আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টি জগতের সামনে হূর গ্রহণের স্বাধীনতা দিবেন। যাকে ইচ্ছা সে বিয়ে করতে পারবে' *(আবুদাঊদ হা/২৪২৭)*।

রাগ না করা উত্তম চরিত্রের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তবে মানবতা ও দ্বীনের স্বার্থে রাগান্বিত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হল রাগের সময়ও রাসূল (ছাঃ) এমন কথাই বলেছেন যা সুন্দর পথের নির্দেশনা দেয়। তেমনি আমাদেরও রাগের একটি সীমারেখা থাকা আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত রাগ কখনও ভাল কিছু বয়ে আনতে পারে না। অন্যায় যুলুম, নির্যাতন অত্যাচার ও দ্বীনহীনতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ, রাগ-ক্ষোভ ঈমানদার মুসলমানদের অবশ্যই থাকবে। তবে তা হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও ফলপ্রসূ। শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষ বিনাশ ও ধ্বংস হলে শয়তান আনন্দ পায়। প্রচণ্ড রাগও শয়তানের একটি কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা।

*[চলবে]*

# সোনামণির স্বপ্ন

*দিলওয়ার হোসাইন*
*মধ্যনগর, নন্দাইল, ময়মনসিংহ।*

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

**সোনামণি বন্ধুরা!**

কেমন আছো তোমরা? হয়তো তোমরা বলবে, আলহামদুল্লিাহ। যদি বলি তোমাদের পিতা-মাতা কেমন আছেন? মনে হয় তোমরা বলবে, আলহামদুলিল্লাহ। তাঁরাও ভাল আছেন।

কিন্তু তোমরা কি নিশ্চিত জানো যে, তোমাদের ছাড়া তাঁরা আসলেই ভাল আছেন কি-না? তোমরা নিশ্চিত জানোনা। কেননা তোমরা ঘুম পেলেই তাঁদেরকে ছাড়া ভাল ঘুমাতে পার, ক্ষুধা পেলেই ভাল খেতে পার। কিন্তু তাঁরা সুখে হোক আর দুঃখে হোক তোমাদের ছাড়া ভাল থাকতে পারেন না। কেননা তাদের সুখ তো তোমাদেরকে ঘিরেই! কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা। নিতান্তই সহজ-সরল, সহসা যেতেছে ভাষি'।

**বাবার দিকে লক্ষ করে দেখ!**

তোমাদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করে ক্লাসের শিক্ষকের কাছে নিয়ে তোমাদেরকে শুনিয়ে বলছেন, 'ওর শরীরের গোশত সব আপনার, হাড়হাড্ডিগুলো শুধু আমাদের। আপনি ওকে চাই মারুন, চাই কাটুন, আমরা কিছুই বলব না। কাছে থেকে তোমরা শুধুমাত্র এতটুকুই শুনেছ। কিন্তু যখন তাঁরা তোমাদের থেকে বিদায় নিয়ে কিছুটা দূরে চলে আসেন তখন মনে মনে বলতে থাকেন আমার ছেলেকে আমি কোথায় রেখে যাচ্ছি। তাঁদের চোখ দু'টি তখন অশ্রুতে ভরে যায়। কিন্তু তুমি দূর থেকে দেখতে পাওনা। এভাবে তোমাকে একা রেখে যাওয়ার কষ্টে তাঁর বুকটা ফেঁটে যায়। আর শুধু ভাবতে থাকে আমার সন্তানকে কার কাছে রেখে এলাম? সে কার কাছে থাকছে? কি খাচ্ছে? কোথায় ঘুমাচ্ছে? এসব চিন্তা করতে করতে দিশেহারা হয়ে বাড়ীতে এসে পাগলের মত হয়ে যায়। তোমার চিন্তায় বাবা মায়ের মুখে খাবার উঠে না!

**মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ!**

একজন মায়ের কাছে সবচেয়ে সুখ সন্তানের মুখে 'মা' ডাক শোনা। শুবার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর হাত বুলিয়ে মা তোমাকে খুঁজে বেড়ায়। আর শুধু বলতে থাকে, আমার সোনামণি কোথায়? তোমাকে স্মরণ করে করে অসহ্য বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে দেয়।

**বন্ধুরা!**

বাবা-মায়ের এই আর্তনাদ কখনো কি শুনেছ তুমি? চিন্তা শক্তি দিয়ে একটু ভাবার সময় হয়েছে কী তোমার? ভেবো না যে, তারা তোমাকে ছাড়া খুব সুখে আছেন! কেননা তাদের যাবতীয় সুখ-শান্তি তোমার জন্য উৎসর্গ করেছে।

তোমাকে ছাড়া সকল সুখই যেন অর্থহীন। তুমিই হলে তাদের অমূল্য রতন।

তোমার বাবা তোমাকে আদর করে বুকে আগলে রাখে। তোমার কিছু হলে তাদের জীবন যেন বিষাক্ত হয়ে যায়। ফলে শান্তি যেন অশান্তির কারণ হয়ে যায়। এমনকি তাদের জীবন আশঙ্কায় পড়ে যায়।

**একটি কথা মনে রাখবে!**

বাস্তবতা খুবই কঠিন। বাবা মায়ের আদরে আজ হয়ত তা অনুভব করতে পারছ না। কিন্তু একদিন অবশ্যই তা বুঝতে পারবে। যেদিন বাবা-মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসার ছায়া তোমার থেকে উঠে যাবে। সেদিন ছোট্ট শিশুর মত অশ্রু বিলিয়ে মা মা বলে হাযার ডাকলেও আর সাড়া দিবে না।

**ভেবে দেখ বন্ধুরা!**

আর কোন দিন মাকে খুঁজে পাবে না। পৃথিবীর বুক জুড়ে লক্ষ লক্ষ মায়ের চেহারা দেখবে। কিন্তু তোমার দরদী মায়ের সোনা মুখখানি আর দেখতে পাবেনা। কাঁদতে কাঁদতে পরনের জামা ভিজিয়ে ফেললেও মা আর খোকা বলে ডাকবে না। পৃথিবীর কোন মায়ের আদর তোমার মায়ের আদরের সমান হবে না।

**তাই বলছি শুন!**

বাবা-মা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তারা যেভাবে চান সেভাবে চল। কেননা তোমার উন্নতিই তাদের শান্তি। এত কষ্ট ক্লেশের পরও তোমাকে কেন ফেলে গেল না জান? কারণ তারা চান তুমি সহজে সফলতা অর্জন করে যুগশ্রেষ্ঠ কোন মানুষ হও। আর সেরা হয়ে বাবা-মায়ের সারা জীবনে লালিত স্বপ্ন-কে বাস্তবে রূপদান কর।

**ভালভাবে লক্ষ করে দেখ!**

বর্তমান যুগে অযোগ্যদের কোন স্থান নেই। সবাই শুধু যোগ্য থেকে যোগ্যতর মানুষদের খোঁজে। এবার তুমিই বল! আজকের এ সমাজে তোমাকে একজন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে কি করতে হবে? অবশ্যই নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তুমি যে কাজই করো না কেন বৈধ পন্থায় সঠিকভাবে করবে। কখনো ফাঁকি দেবে না। এ ব্যাপারে ভারতের এ.পি.জে আব্দুল কালাম বলেন, 'যদি তুমি তোমার কাজকে সম্মান কর, দেখবে তোমায় আর কারো কাছে মাথা নত করতে হবে না। কিন্তু তুমি যদি তোমার কাজকে অসম্মান কর, অমর্যদা কর, ফাঁকি দাও তাহলে তোমাকে সবার কাছে মাথা নত করতে হবে'। সুতরাং সমাজের কোথাও তুমি স্থান পাবে না। একদিন সময় ফুরিয়ে আসবে। চিন্তার বোঝা মাথায় চাপবে। কিন্তু কোন কিছু করার থাকবে না। তাই সময় থাকতেই জীনবটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নাও। যা তোমাকে দুনিয়াতে সুন্দনরভাবে চলতে সহযোগিতা করবে এবং পরকালকেও মঙ্গলময় করবে ইনশাআল্লাহ।

**সাবধান!**

কখনো হতাশ হবে না। আমি পারি না। পারবো না। এই কথাটি আর কখনো বলবে না। কবির ভাষায়,

'পারিবনা একথাটি বলিওনা আর
একবার না পারিলে দেখ শতবার।
দশজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা'।

এই কবিতা কি তুমি শুননি? যেই বিষয়টি তুমি পারছো না সেটা কি তুমি একবার পূর্ণ মনোযোগের সাথে কখনো পড়েছ? যে বিষয়টি বুঝছনা সেটা বুঝার জন্য কি কারো কাছে একবার গিয়েছ। হয়তো তুমি বেশীর ভাগই না বলবে। তাহলে তুমি কিভাবে বলছ যে আমি পারিনা। একবার নিজের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করে চেষ্টা করে দেখ তুমি সফল হও কি-না। কেননা যারা ভীত তাদের দ্বারা কখনো সফলতা আসেনা। বিখ্যাত দার্শনিক শেক্সপিয়ার বলেন, 'ভীরুরা তাদের প্রকৃত মৃত্যুর আগেই বার বার মরে। কিন্তু সাহসীরা জীবনে মাত্র একবারই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে।

**তাই বলছি বন্ধুরা!**

উঠে দাঁড়াও! এভাবে বসে থাকলে আর কোনদিন হাঁটতে পারবে না। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে থাকলে একদিন না একদিন তুমি হাঁটতে পারবেই ইনশাআল্লাহ। কে বলেছে তুমি পার না? আজ থেকেই পূর্ণ উদ্যমতার সাথে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে জ্ঞান চর্চা করতে থাক। ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবে যে, সফলাতা তোমার পদচুম্বন করছে। পরিশেষে তোমাকে বলছি?

'এমন জীবন তুমি করিও গঠন
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন'।

# হাদীছের গল্প

## সূরা ফাতিহার মাহাত্ম্য

*আসমাউল হুসনা*
*জয়নাবাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।*

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের সত্তর হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হল : ১- যারা তন্ত্র-মন্ত্র করায় না। ২- যারা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং ৩- যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে *(বুখারী হা/৬৪৭২)*। ইসলামে তন্ত্র-মন্ত্রের কোনই স্থান নেই। ঝাড়-ফুঁকের নামে অনেকেই উদ্ভট কথাবাত্রা বলে শরীরে ফুঁ দেয়। বিভিন্ন পীর-ফকীরের দোহাই দিয়ে অসুস্থ রোগীকে ভাল করতে চাই। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। পক্ষান্তরে কুরআন ও ছহীছ হাদীছ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করলে এবং বিনিময় হিসাবে কিছু দিলে তা গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে।

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে কতিপয় ছাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন মেহমানাদারী করল না। তারা সেখানে থাকা কালেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সাপে দংশন করল। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁককারী

কোন লোক আছে কি? তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন মেহমানদারী করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন বিনিময় নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বকরী বিনিময় স্বরূপ দিতে রাযী হল। তখন একজন ছাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা-ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে তা সে ব্যক্তির গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করল। এরপর তারা বকরীগুলো নিয়ে এসে বলল, আমরা নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করব না। এরপর তাঁরা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে নবী (ছাঃ) শুনে হেসে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ নিরাময়কারী? ঠিক আছে বকরীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক অংশ রেখে দিও' *(বুখারী হা/৫৭৩৬)*।

**শিক্ষা :**

*১. কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার এবং বিনিময় হিসাবে কিছু দিলে তা গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে।*

*২. কোন বিষয়ে সন্দেহ হলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে জেনে তার উপর আমল করা উচিত।*

*৩. কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে ঝাড়-ফুঁক করা বা আরোগ্যের নামে তাবীজ-কবচ শরীরে ব্যবহার করা বা যে কোন স্থানে গাছের ছাল ও শিকড় পুঁতে বা ঝুলিয়ে রাখা শিরক।*

# এসো দো'আ শিখি

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক*

**কোন কাজ সহজ হওয়া ও কাজ সম্পাদনে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাওয়া এবং বরকত চাওয়ার দো'আ :**

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَطَاقَةَ لَنَابِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْلَنَا- وَارْحَمْنَا- أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

***উচ্চারণ :*** *রাব্বানা ওয়ালা তাহ্মিল 'আলায়না ইছরান কামা হামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাব্লিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বা-ক্বাতালানা বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না ওয়াগ্ফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলা-না ফান্ছুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

**অর্থ :** 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিও না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

**আমল :** ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১২৫)*।

**নিজেকে সৎ পথে কায়েম রাখার দো'আ :**

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً- إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ-

***উচ্চারণ :*** *রাব্বানা লা-তুঝিগ্ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিলাদুন্কা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হা-ব।*

**অর্থ :** 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করো না, তোমার নিকট থেকে আমাদের প্রতি রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর দাতা' *(আলে ইমরান ৮)*।

**গুরুত্ব ও আমল :** পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথে কায়েম রাখেন। যখন ইচ্ছা সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করেন। কাজেই উক্ত দো'আ সব সময় পাঠ করা উচিত।

**গোনাহ মাফ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার দো'আ :**

رَبَّنَآ إِنَّنَآ آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

***উচ্চারণ :*** *রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান্না-র।*

**অর্থ :** 'হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর' *(আলে ইমরান ১৬)*।

**গুরুত্ব :** মানবকুল সাধারণত নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, গবাদি পশু ইত্যাদি আকর্ষণীয় ক্ষেত-খামারের প্রতি মোহগ্রস্ত। এসব হল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আখেরাতে অল্লাহ্র নিকটে আছে উক্ত ধন-সম্পদের চেয়েও উত্তম উপভোগ্য স্থান জান্নাত। তাই শয়তানের প্রলোভনে যখনই কেউ আখেরাত ভুলে পাপ কাজে লিপ্ত হবে তখনই উক্ত দো'আ পড়বে।

**নেক সন্তান কামনা করে দো'আ :**

رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ-

***উচ্চারণ :*** *রাব্বি হাব্লী মিলাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বাইয়েবাতান, ইন্নাকা সামী'উদ দো'আ-ই।*

**অর্থ :** 'হে আমাদের প্রভু! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*।

**উৎস :** যাকারিয়া (আঃ) বার্ধক্য পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন আল্লাহ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই

মরিয়ম (আঃ)-কে ফল দান করে রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তখন তাঁর মনে সন্তানের সুপ্ত আকাংখা জেগে উঠলো, তিনি সাহস পেলেন যে, আল্লাহ বৃদ্ধ দম্পতিকেও সন্তান দিতে পারেন। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে উক্ত দো'আ করেন। সন্তান হওয়ার জন্য দো'আ করা পয়গম্বরগণের সুন্নাত *(আলে ইমরান ৩৭-৪১)*।

**রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য দো'আ :**

رَبَّنَآ آمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ-

***উচ্চারণ :*** *রাব্বানা আ-মান্না বিমা আনঝালতা ওয়াত তাবা'নার রাসূলা ফাক্তুবনা মা'আশ্ শা-হিদীন্।*

**অর্থ :** 'প্রভু হে! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ। আর আমরা রাসূলের প্রতি অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও' *(আলে ইমরান ৫৩)*।

**উৎস :** ঈসা (আঃ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের আহ্বান করলেন। হাওয়ারীগণ তার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন। তাদের ঈমানের দৃঢ়তা, আনুগত্য এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বাস যাতে বেশী হয় তার জন্য উক্ত দো'আ করেছিলেন *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী)*।

*(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : **মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম** প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ১৩-১৪)।*

## গল্পে জাগে প্রতিভা

### সততার পুরস্কার

*আব্দুল ওয়াদূদ, ৮ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

একটি শহরে একজন ধনী ব্যবসায়ী বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন খুব ভাল মানুষ। তিনি তার দোকানে একজন কর্মচারী রাখবেন। সে জন্য তিনি একজন সৎ ও যোগ্য কর্মচারী খুঁজছেন। তিনি শহরে খবরটি ছড়িয়ে দিলেন। এ খবরে পেয়ে অনেক তরুণ তার কাছে হাযির হল। তিনি তাদেরকে আপ্যায়ন করে বললেন, আমার দোকানে একজন কর্মচারী প্রয়োজন। আমি আশা কবর তোমাদের মধ্যে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিই আমার দোকানের কর্মচারী হবে। অতঃপর ধনী ব্যবসায়ী সকলের হাতে একটি করে বীজ দিয়ে বললেন, এই বীজটি তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ টবে রোপণ করবে। এর পর ভালভাবে যত্ন ও পরিচর্যা করবে। দুই মাস পর আমার সাথে এই জায়গায় দেখা করবে। আমি তোমাদের মধ্যে যার গাছ সুন্দর ও ফুলে সুশোভিত দেখব তাকে আমার দোকানের কর্মচারী নির্বাচন করব। তরুণদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আল-আমীন। সে বাড়ীতে এসে তার মাকে বিষয়টি খুলে বলল। তার মা কাজটিকে অতি সহজ মনে করলেন। কেননা তাদের বাড়ীতে এমনিই অনেক সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ ছিল।

মা তার ছেলেকে বীজ লাগাতে সাহায্য করলেন। প্রতি দিন মা খুব ভালভাবে বীজের যত্ন ও পরিচর্যা করতে লাগলেন। যাতে তার ছেলে কর্মচারী হতে পারে। কিন্তু চারা কোথায়? দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেল! তবুও টবে রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হল না। মা ও ছেলে অবাক! ওদিকে অন্যদের খোঁজ নিলে তারা বলল যে, তাদের গাছ সুন্দরভাবে বৃদ্ধিলাভ করছে। শুধু তার বীজ থেকে চারা গজাচ্ছে না। তাই আল-আমীন অত্যন্ত হতাশ হয়ে নিজেকে ব্যর্থ মনে করল। এদিকে ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাতের দিন ঘনিয়ে এলো। সকলেই তাদের নিজ নিজ টবে সুন্দর ফুলের গাছ নিয়ে ব্যবসায়ীর নিকটে উপস্থিত। সবাই নিজ নিজ গাছ প্রদর্শন করে এক পাশে আসন গ্রহণ করল। আল-আমীনকে দেখা যাচ্ছে না। সে লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। ব্যবসায়ীকে কী দেখাবে? তার গাছতো মাটি থেকে উঁকি মারেনি। অন্যদিকে সবার গাছ ফুলে সুশোভিত। ব্যবসায়ী বললেন, তোমাদের আর একজনকে দেখছি না যে? সবাই হেসে বলল, ঐ যে দেখুন লুকিয়ে আছে। ব্যবসায়ী তাকে ডেকে বললেন, তোমার নাম কী? সে উত্তরে বলল, আল-আমীন। ব্যবসায়ী তার দিকে এক নযর তাকিয়ে দেখে বললেন, তোমার গাছ কোথায়? আল-আমীন বলল, সম্ভবত আমার বীজটি খারাপ ছিল। তাই অঙ্কুরিত হয়নি। সকলেই অট্টো হাসি দিয়ে একে অন্যের গায়ে আছড়িয়ে পড়ল। ব্যবসায়ী সকলকে কড়া ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা চুপ হও! আল-আমীনই আমার দোকানের কর্মচারী হবে। সকলেই হতবাক! কেউ এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তখন ব্যবসায়ী ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, আমি দুই মাস আগে তোমাদের প্রত্যেককে যে বীজগুলো দিয়েছিলাম, তা ছিল অঙ্কুরের অযোগ্য। কারণ বীজগুলো আমি কড়াইয়ে ভেজে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। যার ফলে বীজগুলো অঙ্কুরের অযোগ্য ছিল। কিন্তু তোমরা প্রতারণা করেছ। অন্য বীজ টবে লাগিয়ে তা ফুলে সুশোভিত করে আমাকে দেখিয়েছ। আর আল-আমীন তা করেনি। তাই আমার নিকট তার আমানতদারী, সততা ও সাহসিকতা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে আজ থেকে আমার দোকানের কর্মচারী হবে আল-আমীন!

**শিক্ষা :**

১. *সততা মানুষকে বিজয়ের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে সহযোগিতা করে।*

২. *মিথ্যা ও প্রতারণা মানুষকে লজ্জিত করে এবং কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়।*

৩. *যে কোন পরিস্থিতিতে সত্যের উপর টিকে থাকতে হবে। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মুনাফিকের আলামত।*

'দ্বীনদার মা দ্বীনদার জাতি গঠনের কারিগর'

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

# কবিতাগুচ্ছ

## মরণকে স্মরণ

*আব্দুর রহমান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

দুই চোখ ভরা রঙিন স্বপ্ন,
পাহাড়-সম সাধ
এক নিমেষে মরণ এসে
করে ধূলিসাৎ।

দাপট, সাপট, মাতব্বরী
বাহাদুরী যত রব
মরণ নামক যাঁতাকলে
পিষ্ট হবে সব।

সবকিছু হয় অলীক স্বপন
মরণ ঘটনায়
আসল কথা জীবন-খাতা
মরণ দ্বারা ভরে
তাকেই সদা করি স্মরণ
জীবন-মায়া ছেড়ে।

## মরণ যাত্রা

*জুবায়ের হোসাইন, ৯ম শ্রেণী*
*দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ*
*বাঁকাল, সাতক্ষীরা।*

এত সুন্দর দুনিয়া
ছেড়ে যেতে হবে
টাকা পয়সা বাড়ী গাড়ী
সবই পড়ে রবে।
আত্মীয় স্বজন যারা আছে
ভালবাসে তারে
তারা সেদিন পাশে এসে
দেখবে নতুন করে।
গোসল দিবে পানি দ্বারা
কাফন দিবে গায়ে
চারজনে নিয়ে যাবে
কাঠের পালকী করে।
সারি সারি যাত্রী সবাই
যাবে আগে পরে
অন্ধকারে রেখে আসবে
ছোট্ট মাটির ঘরে।

## তিনটি আমল

*খায়রুল ইসলাম*
*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

তিনটি আমল সঙ্গী হবে
মরণের পরে,
রাসূলের এই বাণীটি
পৌঁছাও ঘরে ঘরে।
যে বা যারা নিজ টাকা
ছাদাক্বায়ে জারিয়া করে,
পরকালে পাবে ছওয়াব
অনন্তকাল ভরে।
হাছিল যদি করে কেউ
ইলম উপকারী,
মরণের পরেও ছওয়াব
সচল থাকবে তারই।
সন্তান যদি থাকে কারো
দো'আ করার মত,
পরকালে মরেও ছওয়াব
পাবে অগণিত।

## এ ক টু খা নি হা সি

### দূরের জিনিস

*শাফায়েত ইসলাম, ২য় শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**আব্দুল্লাহ :** চলতো নাঈম চোখের ডাক্তাতের কাছে যাই।

**নাঈম :** কেন?

**আব্দুল্লাহ :** আমি দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছিনা।

**নাঈম :** তোমাকে আমি একটু পরীক্ষা করব।

**আব্দুল্লাহ :** রাগান্বিত হয়ে, আমাকে কী পরীক্ষা করবে। তুমি কি ডাক্তার?

**নাঈম :** ঐ যে সূর্য, দেখতে পাচ্ছ?

**আব্দুল্লাহ :** হ্যাঁ পাচ্ছি।

**নাঈম :** তাহলে তো তোমার চোখ একদম ঠিক আছে। আর কত দূরের জিনিস দেখতে চাও।

**শিক্ষা :**

*সব জিনিসের সাথে সব জিনিসের তুলনা চলে না। কারণ সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক বড় এবং তার আলোর তেজ অনেক বেশী।*

### কান কাটা

*মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক, ৫ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**১ম বন্ধু :** মিথ্যা বললে, তোমার কান কেটে ঘরে বসিয়ে রাখব।

**২য় বন্ধু :** কান কাটলে তো আমি অন্ধ হয়ে যাব।

**১ম বন্ধু :** কেন?

**২য় বন্ধু :** কান কাটলে চশমা রাখবো কোথায়?

**শিক্ষা :**

*মিথ্যা বলা যাবে না। আর মিথ্যা বলার শাস্তি হিসাবে কান কাটাও ঠিক হবে না।*

### পানামা

*ফাইয়ায তাহসীন ৫ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**দাদু :** এই তাহমীদ একটা দেশের নাম বলতে পারবে?

**নাতি :** এটাতো খুব সহজ দাদু।

**দাদু :** তাহলে বল।

**নাতি :** দাদু পানামা।

**দাদু :** তোমার এতো বড় সাহস আমাকে পা নামাতে বলছো।

**নাতি :** দাদু আপনি তো আমাকে দেশের নাম বলতে বললেন।

**দাদু :** হ্যাঁ! তবে আমাকে পা নামাতে বললে কেন?

**নাতি :** দাদু আমাকে ভুল বুঝবেন না। পানামা তো উত্তর আমেকিরার একটি দেশের নাম।

**শিক্ষা :**

*প্রশ্নকারীর জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে। আর উত্তর বুঝে কথা বলতে হবে।*

## ঘড়ি আবিষ্কার

*তোফায়েল আহমাদ, ৮ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**শিক্ষক :** আচ্ছা বলতো আনীস ঘড়ি আবিষ্কার না হলে কী হত?

**ছাত্র :** ভারি মজা হত স্যার!

**শিক্ষক :** (আশ্চর্য হয়ে), মজা হত মানে!

**ছাত্র :** হ্যাঁ স্যার। যত ইচ্ছা দেরী করে ক্লাসে আসতাম। তবুও দেরী হত না।

**শিক্ষা :**

বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত। তাই তার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

## উড়তে পারে না

*মুহাম্মাদ আতীক হাসান, ৫ম শ্রেণী*
*টেমা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী।*

**শিক্ষক :** বলতো আবিদ কোন পাখি ডানা আছে কিন্তু উড়তে পারে না?

**ছাত্র :** এটাতো খুবই সহজ স্যার।

শিক্ষক : তাহলে বল?

**ছাত্র :** মরা পাখি স্যার।

**শিক্ষা :**

মরে গেলে তার জাগতিক কর্মকাণ্ড শেষ। তাই মরা জিনিসের সাথে কারো তুলনা চলেনা।

# আমার দেশ

## চাঁপাই নবাবগঞ্জ চামচিকা মসজিদ

*মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ১০ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১৪৫০ থেকে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি গৌড় যখন বাংলার রাজধানী ছিল তখন এই চামচিকা মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। চামচিকা মসজিদের নামকরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে বর্তমান ভারতে অবস্থিত বড় চামচিকা মসজিদের আদলেই এটি তৈরী। ইট ও পোড়ামাটির কারুকার্য খচিত নকশায় এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর দেয়ালের পরিধি এত মোটা যে চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরমে এর ভিতরে শীতল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। এর মূল গম্বুজটি অতি সুন্দর। এই মসজিদের পূর্ব পাশে ৬০ বিঘা আয়তনের খঞ্জন দিঘী বা খনিয়া দিঘী নামে একটি বড় দিঘী রয়েছে যার কারণে অনেকে এটাকে খনিয়াদিঘী মসজিদ বা রাজবিবি মসজিদ নামেও ডাকে। মসজিদটি একটা

বিশাল আম বাগানের ভেতরে অবস্থিত। এটাকে গৌড়ের প্রাচীন কীর্তিগুলোর অন্যতম বলে মনে করা হয়।

প্রধানত ইটের তৈরি এ মসজিদে রয়েছে ৯ মিটার পার্শ্ববিশিষ্ট একটি বর্গাকৃতির প্রার্থনা কক্ষ এবং পূর্বদিকে ৯ মি. × ৩ মি. মাপের একটি বারান্দা। প্রার্থনা কক্ষের উপরের ছাদটি বিশাল গোলাকার গম্বুজ আকারে নির্মিত। অন্যদিকে বারান্দার উপরে আছে তিনটি ছোট গম্বুজ।

**প্রবেশ পথ :**

সামনের দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার থাকলেও গ্রীল দিয়ে দুটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তাই এটাই মসজিদের একমাত্র প্রবেশ পথ।

**কিবলা দেওয়াল :**

কিবলা দেওয়াল অভ্যন্তরভাগে সম্পূর্ণরূপে গ্রানাইট পাথরের টুকরা দ্বারা আবৃত। এ দেওয়ালে আছে অর্ধ-বৃত্তাকৃতির কুলুঙ্গিতে তিনটি মেহরাব, পূর্ব দিকের তিনটি খিলানপথের বরাবরে।

**মাঝের মেহরাব :**

তিনটি মেহরাবের মধ্যে মাঝেরটি পার্শ্বস্থ দুটি মেহরাবের চেয়ে বড় এবং দেওয়ালের উচ্চতার পাশাপাশি বাইরের দিকে আয়তাকারে বেশী।

**প্রধান গম্বুজ :**

প্রধান গম্বুজের ভেতরের অংশ। যা দেখতে সোনালী বর্ণের।

**প্রধান মেহরাবের পেছনের অংশ :**

**জানালার ডিজাইন :**

দুইপাশে জানালার ডিজাইনে পোড়ামাটির কাজ করা, তবে কোন ফাঁকা নাই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে একজন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, এটা কি করে পেলাম? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; ছহীহাহ হা/১৫৯৮)।

# বহুমুখী জ্ঞানের আসর

## দৈনন্দিন বিজ্ঞান

*সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. চা পাতায় কোন ভিটামিন থাকে?
**উ :** ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স।

২. নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় মানব দেহের কোন স্থান?
**উ :** যকৃত।

৩. কোন ভিটামিন ক্ষতস্থান হতে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহয্য করে?
**উ :** ভিটামিন 'কে'।

৪. পাহাড়ের উপর রান্না করতে বেশী সময় লাগে কেন?
**উ :** বায়ুর চাপ কম থাকার কারণে।

৫. মাটির পাত্রে পানি ঠাণ্ডা থাকে কেন?
**উ :** মাটির পাত্র পানির বাষ্পীভবনে সাহায্য করে।

৬. আকাশ মেঘলা থাকলে গরম বেশী লাগে কেন?
**উ :** মেঘ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে ওপরে যেতে বাধা দেয় বলে।

৭. বিষধর সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থানে থাকে কী?
**উ :** পাশাপাশি দুটো দাঁতের দাগ।

৯. ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে যে তথ্যটি সত্য নয়-
**উ :** চিনি জাতীয় খাবার বেশী খেলে এই রোগ হয়।

# রহস্যময় পৃথিবী

## বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম

*আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
*পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগর।*

**মাওলিননং, মেঘালয়, ভারত :**

'ওয়ার্ল্ড ক্লিনেস্ট ভিলেজ' বলা হয় গ্রামটিকে! ছবির মতো সুন্দর গ্রামটি ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। মেঘেদের আলয়ই বটে, প্রায় সময়ই মেঘেরা এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে যায় সবাইকে। গ্রামটির নাম মাওলিননং। ঘন নীল আকাশ, সবুজে ভরা গাছ-গাছালি, রকমারি ফুলবাহারি, কত প্রজাপতির ওড়াউড়ি। সুন্দর করে বাড়ীগুলো সাজানো। এ গ্রামের সবাই শিক্ষিত। সুন্দর রুচির ছাপ সর্বত্র। ডাস্টবিন গুলোও সুন্দর, অদ্ভুত। না শুধু গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেই যে পৃথিবীর সেরা গ্রাম, তা নয়। গ্রামের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ী-ঘর, সব কিছু একদম ঝকঝকে, তকতকে। এখানে কেউ যত্রতত্র কিছু ফেলতে পারে না, মদ খাওয়ার অনুমতি নেই বাইরে। কারোর সঙ্গে বিরূপ ব্যবহার করা যায় না, ফুল তোলা বা গাছের পাতা ছেঁড়াও নিষেধ। রয়েছে আরও নিয়মবিধি। ওয়ার্ল্ড ক্লিনেস্ট ভিলেজ (World cleanest Village)ও বলা হয় গ্রামটিকে। গ্রামটিতে স্বাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশ। শিলং শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে গ্রামটির অবস্থান।

পাহাড়ী একটি ঝর্নার উপরে গাছে জীবন্ত শিকড়ের তৈরি সাঁকোও সত্যিই বিশ্বের এক বিস্ময়।

**রিইনা, নরওয়ে :**

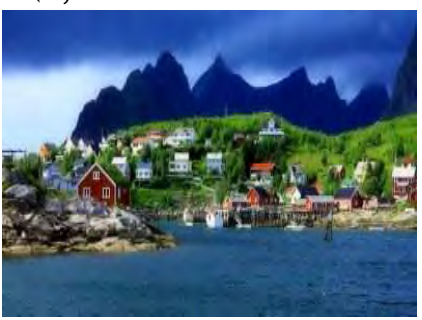

রিইনাকে বলা হয় ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর গ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি অবস্থিত নরওয়ের অনিন্দ্য সুন্দর আর্কটিক

চ্যানেলের মসকেনিসোয়া দ্বীপে। সুউচ্চ পাথুরে পাহাড় আর লেকঘেরা এই গ্রামটিতে বাস মাত্র ৩২৯ জন মানুষের। কিন্তু তারপরও ইউরোপের ভ্রমণপিয়াসী মানুষেরা ঠিকই খুঁজে নেন রিইনার ঠিকানা।

**গারমিশ্চ-পারতেনকিরচেন, ব্যাভারিয়া, জার্মানি :**

জার্মানির ব্যাভারিয়াতে অবস্থিত নয়নাভিরাম গারমিশ্চ-পারতেনকিরচেন গ্রামটি অবস্থিত একটি পর্বতের চূড়ায়। যা জার্মানির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। অপরূপ সব দৃশ্য দেখা যায় এই নিরালা প্রত্যন্ত গ্রামটিতে গেলে। অল্প কিছু মানুষের বাস সেখানে। বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভেড়ার খামারের মালিক আর কাঠুরে। ওই গ্রামে গেলে যেদিকে চোখ যায় চারদিকে কেবল দেখা যায় সবুজ। পর্বতটির চূড়ার সৌন্দর্য দেখলে অনেকেরই মনে হতে পারে এই বুঝি সেই ভূস্বর্গ। গারমিশ্চ-পারতেনকিরচেন গ্রামটি মূলত দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি গারমিশ্চ ও অন্যটি পারতেনকিরচেন। তবে এই সুন্দর দু'টি গ্রামকে ঘিরে আছে একটি দুঃখজনক ইতিহাসও। আগে এক থাকা গ্রামটি ১৯৩৬ সালে শীতকালীন অলিম্পিককে ঘিরে মতবিরোধে আলাদা হয়ে যায়।

**অ্যালবিরোবিলো, ইতালি :**

প্রাচীনত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য এরইমধ্যে ইউনেস্কো অ্যালবিরোবিলোকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই গ্রামের নিরিবিলি পরিবেশ ও হাসিখুশি মানুষগুলো যে কাউকে আকর্ষণ করতে বাধ্য। এই গ্রামের বৈশিষ্ট্য হল, এতে রয়েছে প্রাচীন পোড়া মাটির তৈরি ইট আর চুনাপাথর দিয়ে বানানো ১৫'শ লম্বাটে গম্বুজওয়ালা বাড়ী। দূর থেকে সাদা রঙের এসব গম্বুজওয়ালা বাড়ী দেখতে খুবই সুন্দর।

**গিথরন, নেদারল্যান্ড :**

নেদারল্যান্ডসের ওভেরিজসেল প্রদেশের স্টিনউইজকারল্যান্ডস শহরের কাছে অবস্থিত সবুজ গ্রাম গিথরন। এটিও

বিখ্যাত তার নিরিবিলি ও নির্মল পরিবেশের জন্য। এই গ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি সম্পূর্ণ গাড়িমুক্ত। এই গ্রামে কোথাও গাড়ি চলতে পারে না। ফলে ধুলাও হয় না। ভাবছেন গ্রামের মানুষের যাতায়াতের বাহন কী? গ্রামের মাঝ খান দিয়ে চিরে যাওয়া টলটলে খালে ছিমছাম নৌকাই এই গ্রামের মানুষের প্রধান বাহন।

**পারিয়াঙ্গন, ইন্দোনেশিয়া :**

পশ্চিম সুমাত্রার এই গ্রামটির দূর্গে ওপর রয়েছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মেরাপি। এই আগ্নেয়গিরিটি সেখানকার বৃহত্তম প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে একটি। পারিয়াঙ্গন গ্রামটিকে মিনাংকাবাউদের (পশ্চিম সুমাত্রার আদিবাসী গোষ্ঠী) সবচাইতে প্রাচীন গ্রাম বলে ধারণা করা হয়। সেখানে দেখা মিলবে ঐতিহ্যবাহী ঘর-বাড়ীর। সেগুলোর মধ্যে বেত-কঞ্চির দেওয়াল দিয়ে তৈরি কিছু কিছু বাড়ী ৩০০ বছর পুরানো। এছাড়াও রয়েছে উনিশ শতকে তৈরি করা সুন্দর একটি মসজিদ।

**বিবুরি, ইংল্যান্ড :**

ইংল্যান্ডের এই গ্রামটির অসাধারণ সৌন্দর্যে পর্যটকরা অনুপ্রেরণা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত বেড়াতে যান। আর এই গ্রামটি বিশেষ করে এ কারণেই বিখ্যাত! প্রায় এক হাযার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই গ্রামটি। সেখানকার প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি ও শহরের কোলাহল, যানজট ও গাড়ি-ঘোড়ামুক্ত পরিবেশ আপনার মনে হবে যেন ১১ শতকের একটি আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

**উচিসার, তুর্কি :**

এই এলাকায় বেশ কয়েকটি গ্রাম

রয়েছে। কিন্তু উচিসারের জনবসতি সবচাইতে বেশী। শহরের বাসিন্দাদের অধিকাংশই এই গ্রামে বসবাস করেন। সেখানে রয়েছে বেশ খানিকটা আধুনিকতার ছোঁয়া এবং এটি একটি বিখ্যাত প্রাকৃতিক বিস্ময়। এখনো অনেকে সেখানকার বিখ্যাত পাথরগুলোর ভেতরে বসবাস করতে পসন্দ করে। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায় তার সৌন্দর্য বাস্তবে না দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়! ১৯৮৫ সালে এই জায়গাটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে জায়গা করে নিয়েছে।

⟶ আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার ঘাড় ধরে বললেন, 'তুমি দুনিয়াতে থাক একজন আগন্তুক বা মুসাফিরের মত। ইবনু ওমর বলতেন, যখন সন্ধ্যা করবে তখন সকাল করার আশা করো না এবং যখন সকাল করবে তখন সন্ধ্যা করার আশা করো না। অতএব অসুস্থতার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনটাকে সুযোগ হিসাবে নাও' (বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪)।

# সাহিত্যাঙ্গন

## বানান শিক্ষা

*সংগ্রহে : শাহিদা খাতুন, ১০ম শ্রেণী*
*রসূলপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়*
*নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

**'কী' এবং 'কি' কখন বসবে :**

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে বসলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন : কী যে করি!, কীভাবে যাবো?, কী বুদ্ধি তোমার?

কিন্তু অব্যয় পদ হিসাবে যদি ব্যবহার হয় তাহলে 'কি' লিখতে হবে। যেমন : তুমি কি মাদরাসায় ভর্তি হতে চাও?

**সহজ নিয়ম :** 'কী'/'কি' দ্বারা প্রশ্ন করার সময় মুখ খুলে কোন উত্তর দিতে হলে 'কী' ব্যবহার হয়। আর যদি হ্যাঁ বা না দ্বারা উত্তর দেওয়া যায় তাহলে 'কি' ব্যবহার হয়। যেমন : সে কি ঢাকায় এসেছে? পদ কত প্রকার ও কী কী?

**'স্ক' এবং 'ষ্ক' সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান :**

এই সমস্যা ব্যাকরণ সংক্রান্ত। সূত্র মনে রাখলে কিছু বানানে এর সমাধান সম্ভব। যেমন : বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনির সঙ্গে সন্ধি হলে বর্ণে সাধারণত 'স' যুক্ত হয় (পুরঃ+কার = পুরস্কার) এবং বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনির সঙ্গে সন্ধি হলে বর্ণে সাধারণত 'ষ' যুক্ত হয়। (বহিঃ+কার= বহিষ্কার)।

**সহজ নিয়ম :** অ- যুক্ত বা মুক্ত বর্ণের পরে সধারণত 'স' হবে। যেমন : পুরস্কার, তিরস্কার ইত্যাদি। অন্যদিকে ই- যুক্ত বর্ণের পরে সধারণত 'ষ' হবে। যেমন : আবিষ্কার, পরিষ্কার ইত্যাদি।

(স্প/স্ত/স্থ থাকলে 'ষ' হয় না। যেমন : নিস্পন্দ/নিস্তব্ধ ইত্যাদি)।

# দেশপরিচিতি

## ওমান

**দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত**

**সাংবিধানিক নাম :** সালতানাত অব ওমান।

**রাজধানী :** মাস্কট

**আয়তন :** ২,১২,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার।

**লোকসংখ্যা :** ২৭,৭৩,৪৭৯ লক্ষ।

**জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :** ৭.৬%।

**ভাষা :** আরবী

**মুদ্রা :** রিয়াল

**সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় :** মুসলিম (৮৫.৯%)।

**স্বাক্ষরতার হার (১৫+) :** ৮৭%।

**মাথাপিছু আয় :** ৩৪,৪০২ মার্কিন ডলার।

**গড় আয়ু :** ৭৬.০ বছর।

**সরকার পদ্ধতি :** রাজতন্ত্র।

**জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ :** ৭ই অক্টোবর ১৯৭১ সাল।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে' *(বুখারী হা/১২৯৭)*।

# যেলাপরিচিতি

## কুমিল্লা

**যেলাটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত**

**প্রতিষ্ঠা :** ১৭৯০ সাল।

**সীমা :** কুমিল্লা যেলার উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ এবং মেঘনা নদী।

**আয়তন :** ৩,১৪৬.৩০ বর্গ কিলোমিটার।

**উপযেলা :** ১৭টি। কুমিল্লা সদর, হোমনা, মেঘনা, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবিদ্বার, বরুড়া, দাউদকান্দি, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট, চান্দিনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তিতাস, কনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) ও লালমাই।

**পৌরসভা :** ৮টি। লাকসাম, চান্দিনা, দাউদকান্দি, দেবিদ্বার, বরুড়া, নাঙ্গলকোট, চৌদ্দগ্রাম ও হোমনা।

**ইউনিয়ন :** ১৮৫টি।

**গ্রাম :** ৩,৫৩২টি।

**উল্লেখযোগ্য নদী :** মেঘনা, গোমতী, বুড়ি ও সালদা।

**উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান :** ময়নামতি পাহাড়, লালমাই পাহাড়, শালবন বিহার, কোটবাড়ী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), বাখরাবাদ গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র ইত্যাদি।

**উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব :** লে. কর্নেল আকবর হোসাইন বীর প্রতীক, খন্দকার মোশতাক আহমাদ (সাবেক রাষ্ট্রপতি), আখতার হামীদ খান (বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা), কাযী জাফর আহমাদ (সাবেক প্রধানমন্ত্রী), আব্দুল কাদির (কবি), মেজর আব্দুল গণি (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ।

# সংগঠন পরিক্রমা

## সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৮

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ৯ই নভেম্বর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৮'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী রাজশাহী যেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ মনযূর কাদের। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে এই সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও বালক-বালিকাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমরা ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'সোনামণি' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। কেননা সোনামণিরাই আগামী দিনে সমাজ পরিচালনা করবে। আজকের 'সোনামণি' ছেলে-মেয়েরাই আগামী দিনে আদর্শ পিতা-মাতা হবে এবং সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেকারণ মা যদি দ্বীনদার হয় তাহলে তার কাছ থেকে সুসন্তান আশা করা যায়। কিন্তু মা বেদ্বীন হলে আর দুনিয়াবী সমস্ত বিদ্যা শিখলেও তার কাছ থেকে আদর্শ সন্তান আশা করা যায় না। এজন্য সোনামণিদের সাত বছর বয়স থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করতে হবে। অতঃপর তিনি সোনামণিদের আক্বীদা বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। তিনি না চাইলে দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়েও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(তিরমিযী হা/২৫১৬)*। অতএব আমাদেরকে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখতে হবে এবং তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। উল্লেখ্য, সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র জনাব খায়রুজ্জামান লিটনের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হ'তে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করে ফোন করেন। তিনি তার প্রতিনিধি হিসাবে ১৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব শাহাদত আলী শাহুকে পাঠান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মুহাম্মাদ শাহাদত আলী শাহু, নওহাটা পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মুহাম্মাদ মোকছেদ আলী, কুমিল্লা যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আতীকুর রহমান, সিরাজগঞ্জ যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৩টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। সম্মেলনে 'ভেজাল' বিষয়ে মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করা হয়। সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১১০ জন বালক ও ৯৫ জন বালিকা সহ মোট ২০৫ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল :

**১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭ তম পারা।**

**বালক গ্রুপ : ১ম :** আহমাদ আব্দুল্লাহ আল-আমীন (গাযীপুর), **২য় :** আব্দুল্লাহ শাকির (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুর রহমান (রাঙ্গামাটি)।

**বালিকা গ্রুপ : ১ম :** সা'দিয়া (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** ফারিহা (ফরিদপুর), **৩য় :** জান্নাতী খাতুন (বগুড়া)।

**২. হিফযুল কুরআন মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ অর্থসহ** (সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত এবং ১০টি হাদীছ) :

**বালক গ্রুপ : ১ম :** সামীউল ইসলাম (বগুড়া), **২য় :** আব্দুল্লাহ (বগুড়া), **৩য় :** আমীনুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

**বালিকা গ্রুপ : ১ম :** খাদীজা আখতার (কুমিল্লা), **২য় :** আয়েশা ছিদ্দীকা (দিনাজপুর), **৩য় :** যয়নাব খাতুন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

**৩. দো'আ**

**বালক গ্রুপ : ১ম :** ছাদিক হাসান (বগুড়া), **২য় :** নাজমুল হুদা (ঠাকুরগাঁও), **৩য় :** জাহিদুল ইসলাম (বগুড়া)।

**বালিকা গ্রুপ : ১ম :** সুমাইয়া (কুমিল্লা), **২য় :** লামিয়া সুলতানা (সাতক্ষীরা), **৩য় :** মারছিয়া (কুমিল্লা)।

**৪. সাধারণ জ্ঞান**

**বালক গ্রুপ : ১ম :** আবু বকর ছিদ্দীক (নওগাঁ), **২য় :** মুবতাসিম ফুয়াদ (বগুড়া), **৩য় :** তামীম (যশোর)

**বালিকা গ্রুপ : ১ম :** রীমা খাতুন (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** জান্নাত আরা (সিরাজগঞ্জ), **৩য় :** আয়েশা ছিদ্দীকা (নওগাঁ)

**৫. জাগরণী**

**বালক গ্রুপ : ১ম :** রিযওয়ান হোসাইন (রাজশাহী), **২য় :** মুহাম্মাদ নু'মান (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুল ওয়াহহাব (বগুড়া)।

**বালিকা গ্রুপ : ১ম :** উম্মে মাহিরাতুন নেসা (নাটোর), **২য় :** সাজেদা আখতার (কুমিল্লা), **৩য় :** আনিকা তাবাসসুম (পঞ্চগড়)।

**৬. হস্তাক্ষর (আরবী ও বাংলা)**

**বালক গ্রুপ : ১ম :** আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), **২য় :** আরীফুয্যামান (সাতক্ষীরা), **৩য় :** মুহাম্মাদ কাওছার হোসাইন (মেহেরপুর)

**বালিকা গ্রুপ : ১ম :** কারীমা খাতুন (সাতক্ষীরা), **২য় :** সুমাইয়া খাতুন (সাতক্ষীরা), **৩য় :** উম্মে হাবীবা (সাতক্ষীরা)।

**৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) : বিষয়-** 'শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি এবং তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'।

**১ম :** মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম (সহ-পরিচালক, রাজশাহী মহানগর), **২য় :** আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (পরিচালক, সাতক্ষীরা), **৩য় :** রায়হানুদ্দীন (সহ-পরিচালক, রজনীগন্ধা শাখা, মারকায, রাজাশাহী)।

**ডাকবাংলা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ গোমস্তাপুর থানাধীন ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

**সোনারপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার ছিরাতে মুস্তাকীম শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আছীফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মায়েশা খাতুন।

**শাসনগাছা, সদর, কুমিল্লা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী

কমপ্লেক্স-এ কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'-এর উদ্যোগে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যেলা পর্যায়ে বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ও আল-হেরা মডেল মাদরাসার পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাহীমা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মিশকাত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ।

**মুন্সিপাড়া, সদর, নীলফামারী পশ্চিম ১লা নভেম্বর :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলার 'সোনামণি'র পরিচালক ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ, আল-'আওনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আবদুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ জিহাদ।

**খিরশিনটিকর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৭ই নভেম্বর বুধবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার ছিরাতে মুস্তাকীম শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ।

**মারকায, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই নভেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা ও মাকাযের হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকায-এর মক্তব বিভাগের শিক্ষক আব্দুল আউয়াল ও নিযামুদ্দীন। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আল-আমীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিযওয়ান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আলাউদ্দীন।

**বালিয়াডাঙ্গা, সদর, নাটোর ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর উপযেলাধীন বালিয়াডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব ও মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মোয়াযেযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাটোর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আল-আমীন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মাদক রবীন আহমাদ, ও 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল রানা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ নাজমুল হুদা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়াম খাতুন।

## প্রাথমিক চিকিৎসা

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক*

# কেমন হবে শিশুর খাবার

*সেলিনা বদরুদ্দীন, চিফ ডায়েটিশিয়ান*
*আজগর আলী হসপিটাল*
*গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।*

**শিশুকে খাওয়ানোর নিয়ম :**

প্রকৃত পক্ষে শিশুর মূল খাদ্যাভ্যাস তৈরি করতে হবে ছয় মাস বয়স থেকে, যখন সে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খেতে শুরু করে। শিশুকে দৈনিক চার-পাঁচবার অল্প অল্প করে পরিপূরক খাবার খেতে দিতে হবে। শিশুর পরিপূরক খাবার অবশ্যই সুষম হতে হবে। এজন্য সবজি, ডাল, মাছ, বা মুরগির গোশত এবং তেল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া শিশুকে ডিম, সুজির পাশাপাশি বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

একটি শিশু যখন থেকে বাড়তি খাবার খেতে শিখে তখন থেকেই শিশুকে সব ধরনের খাবার খেতে অভ্যাস করাতে হবে। একটি শিশুর সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-সবজি, ফলমূল সবকিছুই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাকে ছোট বেলাতেই এসব খাবার দিতে হবে।

এক বছর বয়স থেকে শিশুকে খাবারের পরিমাণ ও সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। কিছু দিন একই সময়ে খওয়ালে শিশু এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। দুই বছর পর্যন্ত

শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটে, তাই এ সময় শিশুকে পর্যাপ্ত প্রোটিন জাতীয় খাবার দিন। দুই বছর বয়স থেকে তিনবেলা মূল খাবারের পাশাপাশি সকাল, দুপুর ও বিকালে নাশতা হিসাবে মৌসুমী ফল, দুধ ইত্যাদি খেতে দেওয়া যেতে পারে। শিশুর খাবার এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে সে সহজে খেতে পারে। মাংস ছোট ছোট টুকরা করে দিতে হবে। ফল কেটে ছোট টুকরা করে দিতে হবে। শিশুর খাবার থালা, বাটি, চামচ তার উপযোগী অর্থাৎ রঙিন ও আকারে ছোট হলে শিশু খেতে আকৃষ্ট হবে। পরিবারের সবার সঙ্গে শিশুকে খেতে দিতে হবে। পরিবারে একাধিক শিশু থাকলে তাদের একসঙ্গে খেতে দিলে প্রতিযোগিতায় উৎসাহী হয়ে তারা খাওয়া শিখবে।

বাহিরের কোন খাবার বাচ্চাকে খাওয়ানো উচিত না। বাচ্চারা অনেক বেশী খাবার গ্রহণ করতে পারেনা। তাই ওদের খাবারটা পরিমাণে অল্প কিন্তু উচ্চ ক্যালোরি সম্পন্ন হতে হবে।

বাচ্চাদের টেলিভিশন, মোবাইল আর গেইম থেকে দূরে রাখতে হবে। তাকে কিছু খেলনা দিতে হবে যা খেললে শারীরিকভাবে তার শক্তি খরচ হবে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি পাবে।

খাবার দেওয়ার সময় খাবারের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হবে। খাবার বাসি, ঠাণ্ডা বা বেশী গরম যেন না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বাচ্চাকে খাবার দেয়ার পূর্বে খাবারের চিনি আর লবণ পরীক্ষা করতে হবে। বাচ্চকে যা খাওয়াবেন তা বাসায় তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে। খাবার সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে হবে।

শিশুর খাওয়ার সময় তাকে শিক্ষণীয় গল্প ও ছড়া বলে খাওয়াতে আকৃষ্ট করতে হবে।

অনেক সময় বেশী খাবার দেখলে বাচ্চা বিরক্ত হয়। তাই অল্প অল্প করে খাবার দিন। যখন পরিবারের কাউকে খেতে দেখে বাচ্চা খেতে চায় তখন খেতে দিন। যাতে করে পরিবারের খাবারের টেস্টের সাথে শিশুটি খাপ খাওয়াতে পারে। এতে অন্যদের দেখেও সে খাওয়া শিখবে এবং তার খাদ্যাভ্যাস তৈরী হবে। বাচ্চাকে যখন খাওয়াবেন তখন খাবারের প্রতি তার পূর্ণ আগ্রহ রাখুন।

**মায়ের প্রতি উপদেশ :**

শিশুকে কখনও জোর করে কিংবা বকা দিয়ে বা মারধর করে খাওয়ানো যাবে না। উৎসাহ দিয়ে প্রশংসা করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোন কোন সময় শিশুর বৃদ্ধির গতি কিছুটা কমে আসে অথবা শিশু মাঝে মধ্যে খেলাধুলা কমিয়ে দেয়। সেসব সময় শিশুর খাবারের চাহিদাও কমে আসে।

১. শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী খাবার খেতে দিন।

২. মূল খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে বাচ্চাকে স্ন্যাকস জাতীয় খাবার মূল খাবারের পরিমাণের বেশী খেতে দেবেন না।

৩. বাচ্চাকে সব ধরনের খাবার খেতে উৎসাহ দিন। সাধারণ খাবারও সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে শিশু খাবার খেতে আগ্রহী হবে।

৪. অনেক সময় বাচ্চা খাবার খেতে খেতে জামাকাপড় নোংরা করে ফেলে। এমন করলে তাকে মারবেন না বা বকবেন না। শিশুকে তার নিজের মত করে খেতে দিন।

৫. একটু বড় হয়ে গেলে শিশুকে একা একা খেতে দিন। ফেলে ছড়িয়ে খাবে বটে, তবে অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৬. খাবার খাওয়ার আগে বা পরে বাচ্চাদের বিস্কুট, চকলেট, চিপস, কোমল পানীয়, আইসক্রিম ইত্যাদি দেবেন না। এসব জিনিস বাচ্চাদের খাবার রুচি নষ্ট করে দেয়।

৭. খেয়াল রাখুন যেন খাবারের আইটেম প্রতিদিন একই রকম না হয়ে যায়। কারণ বাচ্চারা সবসময় একরকম খাবার খেতে বিরক্তবোধ করে। তারা খাবারের নতুনত্ব চায়। তাই মাঝে মাঝে খাবারে পরিবর্তন আনুন।

৮. খাবার দেবার শুরুতেই আপনার বাচ্চা পিপাসার্ত কি-না তা খেয়াল রাখুন। পিপাসার্ত বাচ্চা কখনো খাবার খেতে চাইবে না। তাই প্রথমে তাকে পানি খেতে দিন। আর কিছুক্ষণ পর খাবার খেতে দিন। এতে ক্ষুধা আর হজম শক্তি দুটোই বাড়বে।

৯. শিশু খেতে চাচ্ছেনা বা খাচ্ছে না এ অজুহাতে তাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবার দেবেন না। শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। হাতে সময় নিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে। শিশুকে উৎসাহ দেওয়া যাবে, প্রশংসা করা যাবে, কিন্তু জোর করা যাবে না।

১০. বাচ্চার ক্ষুধা পাবার জন্য সময় দিতে হবে। খাবার নিয়ে শিশুর পেছনে দৌড়ানো বন্ধ করতে হবে।

১১. শিশুকে খাবার খাওয়ার সময় আনন্দ দিতে চেষ্টা করুন। শিক্ষামূলক গল্প বলে খাওয়ান। বাচ্চা গল্প শুনতে অনেক ভালবাসে। গল্প বলে খাওয়ালে দেখবেন সে বেশ আগ্রহ সহকারেই খাচ্ছে। তবে সেটা প্রতিদিন করতে যাবেন না। একদিন গল্পের ছলে তো আরেক দিন খেলার ছলে খাওয়াতে পারেন।

১২. যদি দেখেন সে এমনিতেই খাচ্ছে তাহলে তার মত করেই খেতে তিন। ছোট বাচ্চাদের খেতে দেওয়ার সময় তাদের প্রিয় খেলনা কাছে রাখুন।

১৩. প্লেটে পরিমিত খাবার দিন। বাচ্চার প্লেটে ততটুকু খাবার দিন যতটুকু একবারে খেতে পারবে।

১৪. বাচ্চা খায়না বলে তা নিয়ে বাচ্চার সামনে সমালোচনা করা যাবে না, অভিযুক্ত করা যাবে না এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ করা যাবে না। মনে রাখবেন, ক্ষুধা পেলে সে নিজেই খাবে বা খাবার চাইবে। আর বাচ্চা ছোট হলেও তার নিজস্ব পসন্দ অপসন্দ থাকতে পারে খাবারের ব্যাপারে। খাবার সুস্বাদু না হলে আমাদের খাবার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। বাচ্চার জন্যও কিন্তু ব্যাপারটা একই। তাই পুষ্টিকর খাবার যেন সুস্বাদু হয় তা খেয়াল রাখবেন। একটু কষ্ট করে ঠিকমত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালেই দেখবেন আপনার সন্তান সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

# ভাষা শিক্ষা

*শাবরিনা খাতুন, (দাওরা শেষ বর্ষ)*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আসমানী - أَزْرَقُ سَمَاوِيّ- Sky-blue (স্কাই-ব্লু)
উজ্জ্বল - زَاهِيٌ - Bright (ব্রাইট)
কমলা - بُرْتُقَالِيٌّ - Orange (অরিন্জ)
কালো - أَسْوَدُ - Black (ব্ল্যাক্)
খয়েরী- أَسْمَرُ قَاتِمٌ-Dark brown (ডার্ক্ ব্রাউন)
গাঢ় - قَاتِمٌ - Deep (ডীপ)
গোলাপী - وَرْدِيٌّ - Rosy (রৌজী)
জলপাই - زَيْتُوْنِيٌّ - Olive (অলিভ)
ধূসর - أَشْهَبُ - Gray গ্রেই)
নীল - أَزْرَقُ- Blue (ব্লু)
ফিরোজা - فَيْرُوزِيٌّ- Turquoise (টার্কোইজ)
ফ্যাকাশে - شَاحِبٌ - Pale (পেইল)
বাদামী - أَسْمَرُ - Brown (ব্রাউন)
বেগুনী - بَنَفْسَجِيٌّ -Violet (ভাইয়লিট)
রূপালী - فِضِّيٌّ - Silver (সিল্ভার)
লাল - أَحْمَرُ - Red (রেড)
সবুজ - خَضْرَاءُ - Green (গ্রীন)
সাদা - بَيْضَاءُ -White (ওয়াইট)
সোনালী - ذَهَبِيٌّ - Golden (গৌল্ডেন)
হলদে - صَفْرَاءُ -Yellow (ইয়েলৌ)
হালকা - فَاتِحٌ - Light (লাইট)

## ?কুইজ

১. 'আলিফ লাম মীম' পাঠ করলে কয়টি নেকী পাওয়া যাবে?
উঃ.....
২. খাঁটি মুনাফিকের আলামত কয়টি?
উঃ.....
৩.
উঃ.....
৪. পোশাক পরিধান কোন দিক থেকে শুরু করতে হবে?
উঃ.....
.....
৫. আনাস (রাঃ) কত বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমত করেছেন?
উঃ.....
৬. আখেরাতে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ হূর গ্রহণের স্বাধীনতা দিবেন?
উঃ.....
.....
.....
.....
৭. উম্মুল কুরআন কোন সূরাকে বলা হয়?
উঃ.....
.....
৮. ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে কোন ভিটামিন?
উঃ.....
৯. কোন রঙের পোশাক পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ?
উঃ.....
৯. মুসলিম জীবনের চলার পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা কী?
.....
.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯।**

## গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

**১.** একমাত্র জ্ঞানের পাত্র সংকুচিত হয় না **২.** ২৫০টি **৩.** ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) **৪.** আল্লাহ্র নির্দেশে **৫.** ঈমানদার ব্যক্তির সাথে **৬.** যারা ছালাতে বিনীত ও একাগ্রচিত্ত **৭.** প্রভুর সন্তুষ্টি **৮.** পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর জন্য পুরো শরীর **৯.** উত্তম দ্বারা।

## গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

**১ম স্থান : আব্দুল মুনঈম,** হেফয বিভাগ বাঁশদহা বাজার হাফিযিয়া মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

**২য় স্থান : আল-আমীন, দ্বাদশ শ্রেণী** মেট্রোপলিটন ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

**৩য় স্থান : মায়মূনা রহমান,** ৩য় শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

### উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

**নাম :** .....
**প্রতিষ্ঠান :** .....
**শ্রেণী :** .....
**ঠিকানা :** .....
.....
**মোবাইল :** .....

## সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।